উপদেষ্টা
ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী
ডা মুহাম্মদ ইব্রাহিম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল

সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের

সম্পাদক
এস, এ, বি, এম, বদরুদ্দোজা

নির্বাহী সম্পাদক
খোন্দকার নজরুল ইসলাম

প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন

সহযোগী সম্পাদক
জাকারিয়া স্বপন

সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী

সম্পাদনা সহযোগী
• এম, আর সিদ্দিকি • শা, সা, • ফারুক
• শেখ, এ, সাহেদ • বাদল হক
• আসিফ মাহমুদ • মোস্তফা আনোয়ার
• এইচ এস ফিরোজ • মাসুদ • সমর মিত্র
• লীনা ইনাম • রেহানা আখতার

বিদেশ প্রতিনিধি
ডঃ মুহাম্মদ জাফর ইকবাল - আমেরিকা
তানভীর আহমেদ লেলিন - আমেরিকা
আজাদুল হক - আমেরিকা
ডঃ এস, মাহমুদ - বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী - অষ্ট্রেলিয়া
জাহিদুল ইসলাম - অষ্ট্রেলিয়া
হারুনুর রশিদ - জাপান
এস, বানার্জী - ভারত
রোজোয়ান স্পুটনিক - ভারত
আঃ ফঃ মোঃ শামসুজ্জোহা - সিংগাপুর

শিল্প নির্দেশনা ঃ
আহসান হাবীব

প্রচ্ছদ ডিজাইন ঃ
মোমেনটাম
৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা।

কমপিউটার কম্পোজ ঃ
কমপিউটারলাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন ঃ ৫০ ৬৪ ৮৫

মুদ্রণ ঃ ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০ - ৫১ বেগম বাজার, ঢাকা।

প্রকাশক ঃ নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন ঃ ৫০ ৬৪ ৮৫

দাম শহীদ দিবস সংখ্যা পনের টাকা

গ্রাহক হবার জন্য বার্ষিক সডাক দেড় শত টাকা, ষাণ্মাসিক সডাক আশি টাকা মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট-এ "কমপিউটার জগৎ" নামে ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সম্পাদকের দফতর থেকে

মাসিক
কমপিউটার জগৎ
ফেব্রুয়ারী ১৯৯২

৯২-র একুশেতে জাতীয় জীবনে কমপিউটার প্রতিষ্ঠার শপথ নিন

আমাদের জাতীয় জীবনে ত্যাগের বেদনা বিধুর একুশে ফেব্রুয়ারী সমাগত। এ দিন ঘনিয়ে এলেই গুমরে ওঠে কান্না। এ কান্না চল্লিশ বছর আগেকার দিনটির বিয়োগ ব্যাথার স্মৃতির উচ্ছ্বাস শুধু নয়, প্রতি বছরের করুণ জাতীয় ব্যর্থতার মাতমও এতে পুঞ্জিভূত। কমপিউটারে জগৎ তার ক্ষুদ্র জীবনে এই প্রথমবারের মত জাতীয় শহীদ দিবস-এ একুশে ফেব্রুয়ারীর স্মৃতি তর্পণে সামিল হতে গিয়ে সাথে নিয়ে এসেছে আরেক বুক ভাঙ্গা কান্নার মিছিল। এ মিছিলে মেধাবী তরুণ প্রজন্ম সামিল হয়েছে বুকফাটা মাতমে, প্রবীণ জনহিতৈষী প্রজন্ম সামিল হয়েছে আক্ষেপ ও ক্ষোভে।

আমরা কমপিউটারের বেদনা ও আশাভঙ্গের কথা বলছি। আমরা শোকার্ত মিছিল থেকে অগ্রগমনের পথ হাতড়ে হাতড়ে দিশাহারা হয়ে পড়া মানুষের কথা বলছি। আমরা মানুষের মুক্তির জন্য কমপিউটারের কথা বলছি। আমরা জাতির বন্ধনহীন বিকাশের জন্য কমপিউটারের কথা বলছি। আমরা অন্নহীন মাতা ও শিশুর অন্নের জন্য, আদুল গায়ে শীতে কষ্ট পাওয়া শিশুদের উষ্ণতার জন্য, জরা-ব্যাধিতে বিপন্ন কোটি কোটি মানুষের চিকিৎসার জন্য, সুনিপুণ শৈলীতে সমগ্র শিক্ষাজীবন সমৃদ্ধ করার জন্য, কোটি কোটি বেকারের কর্মসংস্থানের জন্য, সমৃদ্ধ স্বাধীন দেশভূমির জন্য কমপিউটারের কথা বলছি।

কুটিল, নিম্নমুখ, স্বার্থান্ধ এক জটাজালের সামনে আটকা পড়েছে নব যুগের এ মুক্তির মিছিল। চারদিকে নিষেধাজ্ঞা ও ষড়যন্ত্রের অবরোধ, এশীয় বিন্যাসে বাংলাদেশের অবমাননাকর অবস্থানটিকে স্তম্ভ লেখচিত্রে আঁকতে গিয়ে কেঁদে উঠেছিল বুয়েটের মেধাবী তরুণ। কে তার প্রিয় দেশকে নিপতিত করেছে এমন অসহনীয় অবস্থানে? অফুরাণ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ নেমে গেছে পশ্চাদপদতার অতলান্তে। এ কাহিনী পড়ে অশ্রুসজল হয়েছেন অনেকে। প্রযুক্তিহীন শ্রম ও ক্ষুধার দাসত্বে বন্দী জনতাকে মুক্তির পথ দেখাতে শহীদ পিতার প্রতিশ্রুতিশীল সন্তান নুসরাত এস রেটিনা উড়ে এসেছিল সানফ্রান্সিসকো থেকে, কিন্তু অপমান ও উপেক্ষায় চাপা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলেছিল দেশ মাতৃকার সেবা করার পথেও এত বাধা কেন ? এ দেশকে একবিংশ শতাব্দীর সুবর্ণ ভূমি করে তোলার জন্য যখন জাগছে নূতন প্রযুক্তি, নূতন মানুষ, ঠিক সেই মুহূর্তে ৫২-র মত নূতন নুরুল আমীনেরা তাদের লস্কর নিয়ে সৃষ্টি করছে বেড়ী। এ বেড়ী ভাঙ্গার অধীরতা ও কান্নার স্রোত বয়ে আমরা এসেছি একুশের স্মৃতি তর্পণে।

৫২-র অঙ্গীকার ছিল মাতৃভাষার ও স্বাধীনতার। কমপিউটার শুধু মাতৃভাষাকেই ধারণ করেনি, আভিজাত্যের ও গজদন্ত মিনার ছেড়ে কমপিউটার গণমানুষের দ্বারপ্রান্তে হাজির হয়েছে। দুর্জয় স্বাধীন অস্তিত্বে জাতীয় ভবিষ্যত নির্মাণে কমপিউটার বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের হাতিয়ার হতে চলেছে। স্বাধীনতার স্বপ্নকে সবচাইতে সৃষ্টিশীলভাবে ধারণ করেছে কমপিউটার। কিন্তু এ সরকারের কিছু সংস্থা এবং স্বার্থান্ধ কিছু ব্যক্তির কারণে এ রাষ্ট্র ভাষা, জ্ঞান ও মুক্তির বাহন হিসাবে কমপিউটারকে ধারণ করতে পারছে না। সকল আকাংখা এবং সৃষ্টিশীলতা নস্যাত করে রাষ্ট্রকে বন্ধ্যা করে তোলার চক্রান্তের সামনে গুমরে উঠছে বুয়েটের তরুণ, ভবিষ্যতের উপর বিশ্বাসে ঋদ্ধ তরুণ, প্রবাসী বিজ্ঞানীসহ অসংখ্য মানুষ। তাদেরই অদৃশ্য মিছিল চলছে ৯২-র একুশকে ঘিরে। প্লাকার্ড ব্যানারের মত স্বপ্নের কমপিউটার বয়ে উজ্জ্বল সাহসী নবীনেরা এগিয়ে যাচ্ছে দৃঢ় পদে। সামনে ক্রুদ্ধ ক্রুর রাবনের সীমানা। এর পরই মুক্তির প্রান্তর। মিছিল চলছে। আঘাতের পর আঘাত আসছে। আহত তরুণেরা কাঁদছে। কান্না ও মাতমের মধ্যে যখন এ মিছিল দুর্নিবার তখন একুশের মিছিল শুরু হয়েছে। কবিতার চাইতে নান্দনিক, মারণাস্ত্রের চাইতে অপ্রান্ত, স্বর্ণ খনির চাইতে ঐশ্বর্যময় কমপিউটারকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠার শপথ নিয়ে মিছিল চলছে। এ যাত্রা ত্যাগ ও বেদনায় বিধুর। এ মিছিল একুশেরই মিছিল, ৯২-র সবচাইতে প্রমত্ত এ মিছিল থেকে লক্ষ লক্ষ কমপিউটার প্রেমী-মুক্তিকামী জনতা বৃহত্তর ত্যাগ ও বিজয়ের সংকল্পে একুশের শহীদদের প্রতি জানায় প্রণতি।